সমকাল

0 7 JAN 2026

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতিতে আবেগঘন 'বাংলাদেশ স্কয়ার'

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতি ও আত্মত্যাগকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় নির্মিত হয়েছে ব্যতিক্রমী 'বাংলাদেশ স্কয়ার'। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পূর্বাচল উপশহরের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারের এ মেলায় বাংলাদেশ স্কয়ার এখন দর্শনার্থীর অন্যতম আকর্ষণ।

মেলার চতুর্থ দিন গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকেই বাংলাদেশ স্কয়ারে বাড়তে থাকে ভিড়। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। দেয়ালজুড়ে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং জুলাই আন্দোলনের নানা স্থিরচিত্র, গ্রাফিতি ও স্লোগান দর্শনার্থীদের আবেগাপ্লুত করে তোলে।

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বড় পর্দায় প্রদর্শিত হচ্ছে জুলাই আন্দোলনের প্রামাণ্যচিত্র। দেয়ালে টানানো হয়েছে জুলাইয়ের শহীদ ও আহতদের ছবি, নাম ও আত্মত্যাগের গল্প। শহীদ মীর মুগ্ধের ছবির পাশে লেখা রয়েছে—'পানি লাগবে পানি'। পাশাপাশি শরিফ ওসমান হাদিসহ অনেকের নাম স্থান পেয়েছে এই স্কয়ারে। দেয়ালে লেখা নানা স্লোগান– 'বলবীর চির উন্নত মম শির', 'ভয় পেলে তুমি শেষ', 'রুখে দাঁড়ালে বাংলাদেশ', 'আমি কে তুমি কে রাজাকার রাজাকার', 'লাখো শহীদের রক্তে কেনা দেশ'– দর্শনার্থীদের বারবার থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করছে।

প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়েছে ঝিনাইদহের মহেশপুরের গুলিবিদ্ধ জুলাইযোদ্ধা অমিত হাসান, ক্যান্টনমেন্ট কাপে গুলিবিদ্ধ শহিদুল ইসলাম, মাগুরার রিপন মোল্লা, পাবনার আরাফাত হোসেনসহ আরও অনেক আহত যোদ্ধার বাস্তব গল্প। বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে জুলাই আন্দোলনে শহীদ হওয়া শিশুদের ছবি– চার বছরের আব্দুল্লাহ আহাদ, ১১ বছরের সাফকার সামীর, ছয় বছরের জাবির ইব্রাহিম, ১০ বছরের হোসেন মিয়া ও ছয় বছরের রিয়া গোপ। এ ছাড়া ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের গেজেট তালিকাও প্রদর্শন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্কয়ার ঘুরে দর্শনার্থীরা জানান, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যেমন কখনও পুরোনো হয় না, তেমনি জুলাই আন্দোলনের আত্মত্যাগও নতুন করে ভাবতে শেখায়।

নারায়ণগঞ্জ জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যুগ্ম সদস্য সচিব ইফতেখার ভূঁইয়া রিদিন বলেন, 'ভবিষ্যতে যেন আর ফ্যাসিবাদ না আসে, সে জন্যই জুলাই আন্দোলন। যারা দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন, তাদের স্মৃতি ধরে রাখতেই এই আয়োজন।'

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ স্কয়ারের দায়িত্বে থাকা জানি আলম জাহিদ বলেন, 'দিন দিন দর্শনার্থীর উপস্থিতি বাড়ছে। অনেকেই এখানে এসে স্মৃতিচারণ করছেন এবং জুলাইযোদ্ধাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করছেন।'

এবারের মেলায় ভারত, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, হংকং, মালয়েশিয়াসহ ১১টি দেশের প্যাভিলিয়ন রয়েছে। মোট ৩২৪টি স্টলে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করছেন।

পরিবেশ সুরক্ষায় মেলায় পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিদেশি উদ্যোক্তাদের জন্য রয়েছে আলাদা ইলেকট্রনিকস ও ফার্নিচার জোন। সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য সিটিং কর্নার, শিশুদের জন্য দুটি শিশু পার্ক, উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং নারী, প্রতিবন্ধী ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত স্টলের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা

- নজর কাড়ছে ১১ দেশের প্যাভিলিয়ন
- দুটি শিশু পার্কে উৎসবের আমেজ

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় নজর কেড়েছে 'বাংলাদেশ স্কয়ার' প্যাভিলিয়ন ■ সমকাল

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ঢাকা

প্রথম আলো

07 JAN 2026

বিধিনিষেধে রপ্তানি কমেছে ভারতে

ইপিবির তথ্য

স্থলবন্দর ব্যবহার করে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে চলতি বছর ভারত তিন দফায় বিধিনিষেধ আরোপ করে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

ভারতের বিধিনিষেধে দেশটিতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) বাজারটিতে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি কমেছে সাড়ে ৬ শতাংশের বেশি। এ সময়ে দেশটিতে রপ্তানি হওয়া বাংলাদেশের শীর্ষ তিন পণ্য—তৈরি পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি কমেছে।

স্থলবন্দর ব্যবহার করে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে চলতি বছর ভারত তিন দফায় বিধিনিষেধ আরোপ করে। বিধিনিষেধ আরোপের পরের দু-তিন মাস ভারতে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি বাড়লেও গত সেপ্টেম্বরে তা কমতে শুরু করে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের পাঁচ মাসে ভারতে রপ্তানি হয়েছে ৭৬ কোটি ডলারের পণ্য, গত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৮১ কোটি ডলারের পণ্য, অর্থাৎ রপ্তানি কমেছে ৬ দশমিক ৬৮ শতাংশ।

রপ্তানিকারকেরা বলছেন, বিধিনিষেধ আরোপের পর ভারতে পণ্য রপ্তানিতে খরচ বেড়ে গেছে। কমে গেছে প্রতিযোগিতা সক্ষমতাও। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে সামনের দিনগুলোতে রপ্তানি আরও কমবে।

করোনার পর ২০২১-২২ অর্থবছরে ভারতে ১৯৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ। এরপর দুই বছর রপ্তানি কমে। বিদায়ী অর্থবছরে ভারত ছিল বাংলাদেশের অষ্টম বড় রপ্তানি বাজার। দেশটিতে ওই অর্থবছরে ১৭৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়, যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ১২ শতাংশ বেশি।

গত এপ্রিলে ভারত থেকে স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানি বন্ধ করে দেয় বাংলাদেশ সরকার। এরপর স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে তিন দফায় বিধিনিষেধ দিয়েছে ভারত। গত ১৭ মে ও ২৭ জুন দুই দফায় পোশাক, খাদ্যপণ্য, পাটপণ্য, তুলা-সুতার বর্জ্য, প্লাস্টিকের পণ্য ও কাঠের আসবাব রপ্তানিতে বিধিনিষেধ দেয় দেশটি এবং তৃতীয় দফায় ১১ আগস্ট আরও কিছুসংখ্যক পাটপণ্যে বিধিনিষেধ দেয়। পরে বাংলাদেশের পাটপণ্য আমদানির ওপর প্রতিকারমূলক শুল্ক বসাতে তদন্তও শুরু করেছে ভারত।

বিধিনিষেধ অনুযায়ী, পাট ও পোশাক পণ্য বাংলাদেশ থেকে স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে রপ্তানি করা যাবে না। শুধু দেশটির মুম্বাইয়ের নভোসেবা বন্দর দিয়ে রপ্তানি করতে হবে। এর বাইরে খাদ্যপণ্য ও কোমল পানীয়, কাঠের আসবাব, তুলা-সুতার বর্জ্য, প্লাস্টিক পণ্যের ক্ষেত্রে বুড়িমারী ও বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর ছাড়া শুধু পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি করা যাবে।

বাংলাদেশ থেকে ভারতে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় তৈরি পোশাক। চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে প্রায় ৩০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়। গত বছরের একই সময়ে রপ্তানি হয়েছিল সাড়ে ৩২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। সেই হিসাবে রপ্তানি কমেছে ৮ দশমিক ৮০ শতাংশ।

বাংলাদেশি পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা বলছেন, ৫০ শতাংশ পাল্টা শুল্কের কারণে মার্কিন বাজার থেকে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ কম পাচ্ছেন ভারতের উদ্যোক্তারা। তাই তাঁরা নিজ দেশের কোম্পানিকে কম দাম অফার করছেন। দেশটির সরকারও রপ্তানিকারকদের স্থানীয় বাজারে পণ্য বিক্রিতে জিএসটি মওকুফের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে বিদেশি ব্র্যান্ডগুলো ভারতের বাজারের জন্য বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদন করে। সেই ব্র্যান্ডগুলোকে এখন ভারতের উৎপাদকেরা কম দাম অফার করছেন। এ ছাড়া সমুদ্রপথে বাংলাদেশ থেকে পণ্য নেওয়া সময় সাপেক্ষে। ব্যয়ও বেশি। সে জন্য ভারতে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমছে।

স্প্যারো গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোভন ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, বর্তমান পটভূমিতে ভারতে তৈরি পোশাকের রপ্তানি আরও কমবে। বিধিনিষেধের কারণে দেশটির বাজারের ক্রয়াদেশ তাদের উদ্যোক্তারাই নিচ্ছেন।

বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানি হওয়া দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি পণ্য হচ্ছে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য। চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বরে সময়ে পৌনে ১০ কোটি ডলারের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ শতাংশ কম।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (বিপণন) কামরুজ্জামান কামাল *প্রথম আলো*কে বলেন, পণ্য পাঠাতে বাড়তি খরচ হচ্ছে। এতে অনেক পণ্যে মুনাফা থাকছে না। সে কারণে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের রপ্তানির পরিমাণ কমছে। তিনি বলেন, 'আমরা চাই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করে স্থলবন্দরগুলো খুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। পণ্য পরীক্ষা সহজ করতেও উদ্যোগ লাগবে।'

বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানি হওয়া তৃতীয় শীর্ষ রপ্তানি পণ্য হচ্ছে পাট ও পাটজাত পণ্য। চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে পাঁচ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৭ শতাংশ কম।

এ বিষয়ে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ভারত থেকে সুতা আমদানিতে বিধিনিষেধ দেওয়ার পর দেশটি থেকে সুতা আসা বেড়েছে। আর ভারতের বিধিনিষেধ আরোপের পর বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি কমেছে দেশটিতে। মনে রাখতে হবে, কৌশলগত দিক থেকে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি বাজার সীমিত। সে কারণে বাংলাদেশের জন্য ভারতের বাজার গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রত্যাশা, নির্বাচিত সরকার পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয়ে যৌক্তিক আচরণ করবে। সব সময় রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে অর্থনীতিকে মেলানো উচিত হবে না।'

প্রথম আলো

07 JAN 2026

রপ্তানি নথি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে

বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যক্রম আরও সহজ ও দ্রুত করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে রপ্তানিসংক্রান্ত নথিপত্র (ডকুমেন্ট) ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল উপায়ে উপস্থাপন ও প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে। গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংক এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্ম, ডিজিটাল স্বাক্ষর, ডিজিটালি সাইন্ড এন্ডোর্সমেন্ট সার্টিফিকেট অথবা সুইফট বার্তার মাধ্যমে নথিপত্র জমা ও অনুস্বাক্ষরের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের অনুমোদিত এডি ব্যাংকগুলোকে নিরাপদ ট্রান্সমিশন, সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণ ও ডিজিটাল স্বাক্ষর যাচাই নিশ্চিত করতে হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, ট্রেড ফাইন্যান্স আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে রপ্তানি কার্যক্রমে গতি আসবে এবং ব্যবসার খরচ কমবে।

নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলো এখন থেকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত নিয়ম (ই-ইউআরসি) মেনে নিরাপদ ব্যাংক-টু-ব্যাংক ইলেকট্রনিক চ্যানেলের মাধ্যমে রপ্তানি নথি পাঠাতে পারবে। পেমেন্ট ও একসেপটেন্স—উভয় ক্ষেত্রেই এই সুবিধা মিলবে। তবে এ জন্য স্থানীয় ও বিদেশি ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা থাকতে হবে এবং বিক্রয় চুক্তিতে বিষয়টি উল্লেখ থাকতে হবে।

যেসব ক্ষেত্রে নথিপত্রের ইলেকট্রনিক রেকর্ড আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য, সেখানে সব নথিই অনলাইনে পাঠানো যাবে। তবে স্বত্বসংক্রান্ত (টাইটেল) নথির ক্ষেত্রে ডিজিটাল রেকর্ড গ্রহণ করা না হলে, সেগুলো আগের মতো সনাতন পদ্ধতিতে পাঠাতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক আরও জানিয়েছে, ব্যাংকগুলো চাইলে ডিজিটাল স্বাক্ষর বা সুইফট বার্তার মাধ্যমেও নথির বৈধতা নিশ্চিত করতে পারবে।

প্রাথমিকভাবে ব্যাংকগুলো পাইলট প্রকল্প হিসেবে এই সেবা চালু করার সুযোগ পাবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এই উদ্যোগের ফলে নথিপত্র আদান-প্রদানের দীর্ঘসূত্রতা কমবে এবং বাংলাদেশের বাণিজ্যব্যবস্থা আরও নিরাপদ ও আধুনিক হবে।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বৈদেশিক বাণিজ্য সহজীকরণ করতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বণিক বার্তা

0 7 JAN 2026

ভিয়েতনামের চিপ অ্যাসেম্বলি কারখানায় ব্যস্ত শ্রমিক

ছবি : এপি

ভূরাজনীতির শিকার এশিয়ার শিল্প খাত

কম খরচে উৎপাদনভিত্তিক রফতানি মডেল হুমকির মুখে

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

শীতলযুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকে ২০১০-এর দশক পর্যন্ত বৈশ্বিক উৎপাদন ব্যবস্থায় আউটসোর্সিং ও অফশোরিং ক্রমশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। বিশেষত শ্রমঘন শিল্পের বড় অংশ স্থানান্তর হয় এশিয়ায়। এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে চীন, দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রফতানিনির্ভর উৎপাদন কাঠামো। পশ্চিমা বাজার ছিল স্থিতিশীল, শুল্কনীতি তুলনামূলক মুক্ত। আর সাপ্লাই চেইন ছিল কম রাজনৈতিক। এ কারণে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রফতানি শিল্প দীর্ঘদিন ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি থেকে অনেকটা সুরক্ষিত ছিল। তবে দৃশ্যপট বদলে যায় ২০২৫ সালের শুরুতে। বিশ্লেষকরা বলছেন, কৌশল না বদলালে সামান্য শুল্ক পরিবর্তন বা সাপ্লাই চেইনে বাধা থেকেই বড় ধরনের ধাক্কা খেতে পারে এ অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ও শিল্পভিত্তি, যা দেশগুলোকে নতুন অর্থনৈতিক সংকট ও কর্মসংস্থান কমে যাওয়ার ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে পারে।

এশিয়ার বেশির ভাগ অঞ্চলে শিল্পভিত্তি বহুদিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক পরিচিত কৌশলের ওপর—কম খরচে উৎপাদন ও তা বিশ্ববাজারে রফতানি। এ রফতানিনির্ভর প্রবৃদ্ধিকেই অর্থনীতির প্রধান শক্তি হিসেবে ব্যবহার করেছে দেশগুলো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া এ মডেল ঘিরেই গড়ে তুলেছে সম্পূর্ণ শিল্পনগর ও উৎপাদনকেন্দ্রিক শহরাঞ্চল। দীর্ঘ সময় ধরে এ কৌশল স্থিতিশীল ও সফল বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক টানাপড়েন, শুল্ক ঝুঁকি ও সাপ্লাই চেইনে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়ায় এখন এ কম খরচে উৎপাদননির্ভর রফতানি মডেলই নতুন ধরনের চাপ ও হুমকির মুখে পড়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোও প্রায় অভিন্ন নীতি অনুসরণ করে আসছে। কম খরচে শ্রম ও উৎপাদন সুবিধা ভর করে তৈরি পোশাক, হালকা প্রকৌশল ও অন্যান্য পণ্য রফতানিনির্ভর প্রবৃদ্ধির ওপর অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি করেছে। ফলে শুল্ক বৃদ্ধি, অর্ডার স্থানান্তর ও সাপ্লাই চেইনের ধাক্কা এখন এ অঞ্চলের রফতানিনির্ভর শিল্প কাঠামোকেও একই ধরনের ঝুঁকির মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এ অঞ্চলের রফতানিনির্ভর শিল্প আগে ভূরাজনীতির ধাক্কা থেকে অনেকটা সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি আর আগের মতো নেই। কৌশল না বদলালে সামান্য শুল্ক পরিবর্তন বা সাপ্লাই চেইনে বাধা থেকেই বড় ধরনের ধাক্কা খেতে পারে এ অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ও শিল্পভিত্তি, যা দেশগুলোকে নতুন অর্থনৈতিক সংকট ও কর্মসংস্থান কমে যাওয়ার ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে পারে।

শীতলযুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকে ২০১০-এর দশক পর্যন্ত বৈশ্বিক উৎপাদন ব্যবস্থায় আউটসোর্সিং ও অফশোরিং ক্রমশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। বিশেষত শ্রমঘন শিল্পের বড় অংশ স্থানান্তর হয় এশিয়ায়। আর এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে চীন, দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রফতানিনির্ভর উৎপাদন কাঠামো। পশ্চিমা বাজার ছিল স্থিতিশীল, শুল্কনীতি তুলনামূলক মুক্ত। আর সাপ্লাই চেইন ছিল কম রাজনৈতিক। এ কারণে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রফতানি শিল্প দীর্ঘদিন ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি থেকে অনেকটা সুরক্ষিত ছিল। তবে দৃশ্যপট বদলে যায় ২০২৫ সালের শুরুতে। পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় বর্তমানে উৎপাদন শিল্প কৌশলগত অবকাঠামোর অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেমিকন্ডাক্টর, বৈদ্যুতিক মোটর ও টারবাইন, প্রতিরক্ষা সংযুক্ত যন্ত্রাংশ, ব্যাটারি ও ইভি কম্পোনেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যন্ত্রপাতি সরবরাহ এখন সরাসরি জাতীয় নিরাপত্তা, জ্বালানি অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও চীন এসব খাতে রফতানি নিয়ন্ত্রণ, ভর্তুকি, উৎপাদন স্থানান্তর ও জিওইকোনমিক নীতির মাধ্যমে যে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে, তার প্রভাব পড়ছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিল্পভিত্তির ওপর।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি) জানায়, বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলকে এখন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা স্থাপত্যের অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে দেখা হচ্ছে। একই সময়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সতর্ক করে জানায়, বাড়তে থাকা বাণিজ্য বাধা ও সাপ্লাই চেইনে ঘন ঘন বিঘ্নের কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো সীমিত প্রবৃদ্ধির ঝুঁকিতে পড়ছে। কারণ এ পরিস্থিতি ধীরে ধীরে অঞ্চলের উৎপাদনভিত্তিক শিল্পভিত্তিকে ক্ষয় করছে।

এ নীতিগত পরিবর্তন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর

এরপর » পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

বণিক বার্তা
0 7 JAN 2026

আঞ্চলিক জোট আসিয়ানের প্রকৌশলনির্ভর উপখাতগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শুল্ককে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে বড় বাণিজ্য শক্তিগুলো, যার চাপে পড়ছে আসিয়ান। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে যাওয়া পণ্যের ওপর নতুন ধরনের ট্রান্সশিপমেন্ট শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বিশেষ করে যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং এ অঞ্চলের রুট ব্যবহার করা নানা শিল্পপণ্যের ক্ষেত্রে। যুক্তরাষ্ট্র এসব পণ্যের ওপর উচ্চশুল্ক আরোপ করছে। এতে সরাসরি চাপ পড়ছে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনাম থেকে রফতানীকৃত বল-বিয়ারিং ও বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল গিয়ারসেটের ওপর। কারণ এগুলোর উৎপাদন এখনো উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভরশীল চীনা কাঁচামালের ওপর। এর ধারাবাহিক প্রভাবে আসিয়ানভুক্ত উৎপাদকদের এখন বেশি কমপ্লায়েন্সের বোঝা বইতে হচ্ছে। কাঁচামালের খরচ বেড়েছে, আর ভবিষ্যতে কোত্থেকে কীভাবে পণ্য জোগাড় করা যাবে, সেটি নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

খাতসংশ্লিষ্টদের মতে, আসিয়ানের নীতিনির্ধারকদের এখন প্রথম কাজ হলো টারবাইন ব্লেড, প্রিসিশন বিয়ারিং, ড্রাইভট্রেন গিয়ারসেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশকে শুধু সাধারণ শিল্পপণ্য হিসেবে না দেখে কৌশলগত অবকাঠামো হিসেবে ধরা। অর্থাৎ এসব উপাদানকে জাতীয় শিল্প নিরাপত্তা নীতির ভেতর আনতে হবে। থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলোকে নিজেদের উৎপাদিত বা যেগুলো আমদানিনির্ভর, এমন গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো আলাদা করে তালিকাভুক্ত করতে হবে। কোনটি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, তা চিহ্নিত করে আঞ্চলিকভাবে বিকল্প উৎপাদন কেন্দ্র গড়া বা বাড়তি মজুদ তৈরিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। কারণ মালয়েশিয়ার সেমিকন্ডাক্টর সংযুক্ত প্রিসিশন মেশিনিং করিডোর হোক বা থাইল্যান্ডের টারবাইন ও অটোমোটিভ কম্পোনেন্ট হাব—এর সবই এ অঞ্চলের সবচেয়ে উন্নত শিল্প ক্লাস্টারের অংশ। তাই এখানে কোনো বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটলে তা শুধু ওই দেশেই আটকে থাকে না; এর প্রভাব পড়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পরিবহন ব্যবস্থা ও ভারী শিল্পের সরবরাহ শৃঙ্খলে, আসিয়ানজুড়ে। আঞ্চলিক স্তরে বিকল্প ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা গড়ে তুলতে পারলে বাইরে থেকে আসা ধাক্কার ঝুঁকি কমবে, আর একাধিক দেশের শিল্প উৎপাদনও তুলনামূলক স্থিতিশীল থাকবে।

এছাড়া প্রত্যেক আসিয়ান দেশকে আগে নিজেদের সাপ্লাই চেইনের দুর্বল জায়গাগুলো স্পষ্ট করে দেখতে হবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। কোন কাঁচামাল কোন দেশ থেকে আসে, কোন বন্দর বা রুটের ওপর বেশি নির্ভরশীল, কোথায় শুল্ক বা রাজনৈতিক ঝুঁকি বেশি—এসব নিয়ে এক ধরনের 'সাপ্লাই চেইন অডিট' করার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। যেমন ভিয়েতনাম বা ইন্দোনেশিয়াকে জানতে হবে, তাদের গুরুত্বপূর্ণ গিয়ার ব্ল্যাঙ্ক কতটা চীনা রফতানির ওপর নির্ভরশীল আর ওই যন্ত্রাংশ এমন কোনো বন্দরের মাধ্যমে আসে কিনা যা সহজেই বিঘ্নের ঝুঁকিতে থাকে। এ দুই দেশই এ অঞ্চলের উৎপাদন নেটওয়ার্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়েছে। ভিয়েতনাম দ্রুতবর্ধনশীল প্রিসিশন মেশিনিং ও ইলেকট্রনিকস অ্যাসেম্বলি কেন্দ্র হয়ে উঠছে, যেখানকার পণ্য টারবাইন, ভারী যন্ত্রপাতি ও জ্বালানি খাতে যাচ্ছে। ফলে আপস্ট্রিম সরবরাহে সামান্য ধাক্কাও একসঙ্গে অনেক শিল্পকে চাপে ফেলে দিতে পারে।

অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার বড় যন্ত্রপাতি, ধাতব শিল্প ও অটোমোটিভ কারখানাগুলো অনেকটাই নির্ভরশীল আমদানি করা টুলিং, বিশেষ ধরনের স্টিল ও আধা প্রস্তুত যন্ত্রাংশের ওপর। এসব পণ্য সাধারণত ভিড়াক্রান্ত ও ভৌগোলিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ সামুদ্রিক রুট, যেমন তাঞ্জুং প্রিয়ক ও বেলাওয়ান বন্দর হয়ে আসে। ফলে ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া দুই দেশের অর্থনীতিই এখন শুল্ক বৃদ্ধি, রফতানি নিয়ন্ত্রণ বা যেকোনো ধরনের লজিস্টিক বাধার ঝুঁকিতে আরো বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক থিংকট্যাংক লোয়ি ইনস্টিটিউটের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সমগ্র আসিয়ান অঞ্চলে বাণিজ্য ও শিল্পনীতির সমন্বয় আরো জোরদার করা জরুরি হয়ে উঠেছে। ২০২৫ সালের অক্টোবরে ঘোষিত শুল্ক মানচিত্রে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আসিয়ান দেশগুলোর পারস্পরিক শুল্কহার ১৯-২০ শতাংশের মধ্যে স্থির হয়ে আছে। এতে অন্তত একটা সুবিধা হয়েছে, ব্যবসায়ীরা জানেন সামনে কতটা শুল্ক ঝুঁকি আছে, ফলে নীতি স্থিতিশীলতা একটা প্রতিযোগিতামূলক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো শিল্প উপাদানের জন্য অভিন্ন মানদণ্ড, সার্টিফিকেটের পারস্পরিক স্বীকৃতি আর কৌশলগত যন্ত্রাংশের কিছু যৌথ মজুদ গড়ে তুলতে পারলে একটি দেশে কোনো শিল্প নোড বন্ধ হলে তার ধাক্কা আরেক দেশকে এতটা নাড়াতে পারবে না। বিশ্লেষকদের ভাষায়, শিল্পনীতি আর কৌশলগত পরিকল্পনা যদি পাশাপাশি না চলে তাহলে এ অঞ্চল নিজের ভাগ্য নিজে নির্ধারণ করবে না, বরং বৈশ্বিক শক্তিগুলোর স্বার্থের ছাঁচেই তাকে গড়ে উঠতে হবে।

কম খরচে শ্রম, আউটসোর্সিং-নির্ভর উৎপাদন এবং পশ্চিমা বাজারমুখী রফতানি কাঠামো দক্ষিণ এশিয়ার শিল্পভিত্তিও মূলত একই মডেলের ওপর দাঁড়িয়ে। এ অঞ্চলের তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল অটোমোটিভ উপখাত, অ্যাপারেল শিল্প দীর্ঘদিন ধরে বৈশ্বিক ব্র্যান্ড ও ক্রেতানির্ভর ভ্যালু চেইনের অংশ হিসেবে কাজ করেছে। এ কাঠামোতে দেশগুলোতে কাঁচামাল-বিশেষায়িত যন্ত্রাংশ আসে বাইরে থেকে। আর পণ্য রফতানি হয় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাজারে। কিন্তু পরিবর্তিত বাস্তবতায় এ অঞ্চলেও চাপ ক্রমেই বাড়ছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে কটন ইয়ার্ন, সিনথেটিক ফাইবার, কেমিক্যাল ডাই ও বিশেষায়িত কাপড়—এসব কাঁচামালের বড় অংশই চীন-ভারতসহ কয়েকটি দেশের ওপর নির্ভরশীল। ফলে কাঁচামাল সরবরাহে বিঘ্ন, পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি বা রফতানি নিয়ন্ত্রণ জারি হলে পুরো উৎপাদন চক্র একসঙ্গে চাপে পড়ে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাজারে অর্ডার স্থানান্তর, নিকটবর্তী দেশে উৎপাদন সরানো এবং ট্যারিফ ঝুঁকি তৈরি হওয়ায় দক্ষিণ এশিয়ার শ্রমঘন রফতানি শিল্পে আয় ও কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

এ অঞ্চলের আরেকটি কাঠামোগত বড় দুর্বলতা হলো আমদানিনির্ভর উৎপাদন। এ অঞ্চলে বৈদেশিক মুদ্রা সংকট দেখা দিলে প্রথম ধাক্কা লাগে কাঁচামাল আমদানিতে, যা সরাসরি কারখানার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে। অর্থাৎ এখানে সাপ্লাই চেইন ঝুঁকি শুধু বৈশ্বিক নয়, স্থানীয় অর্থনৈতিক চাপও উৎপাদনকে অস্থিতিশীল করে। ভারতের ক্ষেত্রে বড় শিল্পভিত্তি ও বহুমুখী অর্থনীতি কিছুটা সুরক্ষা দিলেও অটোমোটিভ, ইলেকট্রনিকস অ্যাসেম্বলি ও ফার্মাসিউটিক্যাল উপখাতে বিদেশী কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশনির্ভরতা রয়ে গেছে, যা বৈশ্বিক শুল্কনীতি ও জিওইকোনমিক প্রতিযোগিতার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বিশ্লেষকদের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার রফতানিনির্ভর শিল্প এখন এমন এক সংবেদনশীল অবস্থানে রয়েছে, যেখানে বৈশ্বিক অর্থনীতি ও নীতিগত ঝুঁকির প্রভাব সরাসরি পড়ছে উৎপাদন ও রফতানিতে। সব মিলিয়ে কম খরচে উৎপাদনভিত্তিক মডেলের স্থায়িত্ব নিয়ে নতুন প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। বিশেষত এমন দেশে, যাদের সামগ্রিক অর্থনীতি রফতানিনির্ভর খাতের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল।

The Financial Express

06 JAN 2026

BB allows digital processing of export documents

FE REPORT

The central bank has allowed electronic presentation and processing of export documents under Documentary Collection arrangements, aiming to align export procedures with ongoing digitalisation initiatives.

Under the move, authorised dealer (AD) banks can process export documents through secure bank-to-bank electronic channels for both Documents against Payment (DP) and Documents against Acceptance (DA), in line with the Uniform Rules for Collections (URC 522) and its Supplement for Electronic Presentation (eURC), subject to compliance with the prescribed guidelines.

To this effect, the central bank issued a notification on Tuesday.

According to officials, electronic processing will be allowed based on mutual agreement between local and overseas banks, including agreement on document formats and place of presentation.

Sales contracts must also specify that documentary collections will be handled electronically under eURC, they added.

All documents may be presented electronically where Electronic Transferable Records (ETRs) are legally permitted, according to the notification.

Where ETRs are not recognised, title or transferable documents must be sent physically, while other documents may be transmitted electronically.

In such cases, banks may also provide authenticated electronic copies, the notification revealed.

The central bank has also allowed digital endorsement of title documents through recognised electronic platforms, digital signatures, Digitally Signed Endorsement Certificates (DSEC), or SWIFT-based messages.

AD banks will have to ensure secure transmission, proper record-keeping, and verification of digital signatures, the officials explained.

"ADs may implement the system on a pilot basis using a phased, risk-based approach and must inform the central bank when initiating pilot operations," a senior BB official told The Financial Express (FE) in response to a query.

siddique.islam@gmail.com

The Business Standard

06 JAN 2026

BB permits e-submission of export documents under collection regulations

BANKING - BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh Bank has allowed the electronic presentation and processing of export documents under documentary collection arrangements, a move aimed at bringing export procedures in line with the country's ongoing digitisation efforts.

The central bank issued a circular yesterday outlining new rules for handling export documents electronically.

A senior Bangladesh Bank official told The Business Standard that the circular was intended to improve transparency in export transactions. Under the new system, exporters will be able to submit documents through secure online platforms, which is expected to significantly reduce processing time.

At present, export documents are processed manually, a practice that often leads to delays and higher operational costs. The shift to electronic documentation is expected to streamline procedures, save time and reduce costs for exporters, while improving overall efficiency in trade operations.

The official said the Foreign Exchange Policy Department (FEPD) had already issued instructions through a circular, but banks would require time to put the necessary infrastructure in place.

As per the circular, authorised dealer (AD) banks are now permitted to process export documents through secure bank-to-bank electronic channels for both Documents against Payment (DP) and Documents against Acceptance (DA).

The process will follow the Uniform Rules for Collections (URC 522) and its Supplement for Electronic Presentation (eURC), subject to compliance with the prescribed guidelines.

Electronic processing will be allowed based on mutual agreement between local and overseas banks. This includes agreement on document formats and the place of presentation. Sales contracts must also clearly state that documentary collections will be handled electronically under eURC.

According to the circular, all documents may be presented electronically where Electronic Transferable Records (ETRs) are legally recognised.

In cases where ETRs are not permitted, title or other transferable documents must still be sent physically, while non-transferable documents may be transmitted electronically. Banks may also provide authenticated electronic copies in such situations.

The Bangladesh Bank has also allowed digital endorsement of title documents through recognised electronic platforms. These may include digital signatures, Digitally Signed Endorsement Certificates (DSEC), or SWIFT-based messages.